জাহানকোষা কামান

মুর্শিদাবাদ শহরের অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে তোপখানাতে অবস্থিত অতিকায় জাহানকোষা কামান। বাঙালী কারিগর জনার্দন দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছিল শাহজাহানের সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায়।

এই শহরের আর একটি দর্শনীয় বস্তু হল আজিমনগরে মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি এবং মসজিদ বর্তমানে যদিও মসজিদটি প্রায় লুপ্ত কিন্তু তার স্থাপত্যশৈলী কিছুটা অনুমান করা যায়।

আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি ও মসজিদ

মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ভাগীরথীর অপর পারে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে পৌঁছান যায় নিকটস্থ খোসবাগে যেখানে বাংলার নবাব আলীবর্দি খাঁ এবং তাঁর আদরের দৌহিত্র সিরাজ শেষ বিশ্রামরত। এখানে একটি মসজিদও আছে।

হাজারদুয়ারী প্রাসাদের প্রায় বিপরীত দিকে গঙ্গার অপর পারে রোশনিগঞ্জে অবস্থিত সুজাউদ্দীনের সমাধি এবং আলীবর্দি খাঁর নির্মিত মসজিদ। অতীতে এখানে সুসজ্জিত বিশাল উদ্যান ছিল।

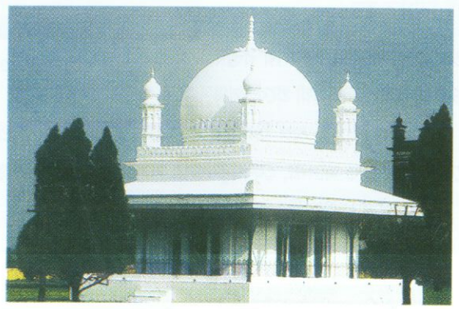

মদিনা

মুর্শিদাবাদ

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি

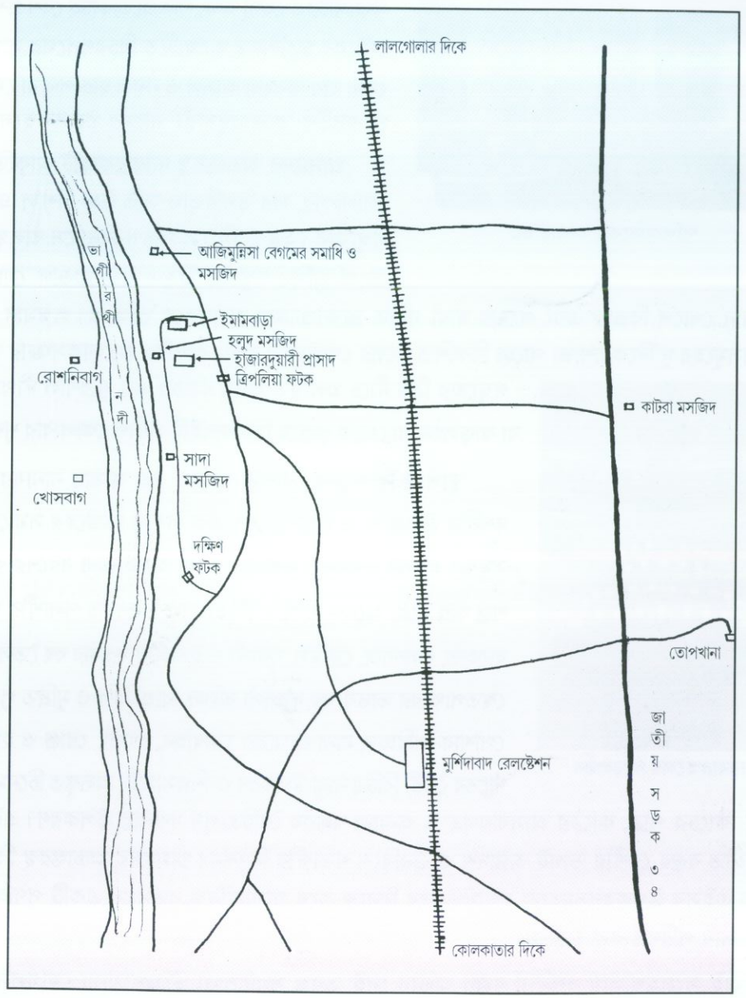

দ্রষ্টব্য ঃ সংগ্রহশালা প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকে

প্রবেশ মূল্য ঃ ১৫ বৎসরের উর্দ্ধে ৫ টাকা (ভারতীয়)
২ ডলার বা ১০০ টাকা (বিদেশী)

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ

মুর্শিদাবাদ

হাজারদুয়ারী প্রাসাদ - উত্তর-পূর্ব ভাগ

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

মুর্শিদাবাদ (অক্ষাংশ ২৪°১০′ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১৫′ পূর্ব) কলকাতা থেকে রেলপথে ১৯৭ কি.মি. ও সড়কপথে ২১৯ কি.মি. (জাতীয় সড়ক নং ৩৪) এবং জেলা শহর বহরমপুর থেকে ১২ কি.মি. দূরে অবস্থিত এক ইতিহাস বিশ্রুত জনপদ। কলকাতা থেকে সড়ক পথে নিয়মিত চলাচলকারী পরিবহণ যোগে এবং পূর্বরেলের শিয়ালদহ-লালগোলা শাখাপথে এই শহরে পৌঁছানো যায়।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) আধিপত্যকালে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০০-২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ঢাকা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজধানী মুখসুসুবাদে স্থানান্তরিত করেন এবং নিজ নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদকুলি খাঁ একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন এবং বাংলা ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যার বৃহৎ অংশ তাঁর অধীনে ছিল। তিনি এখানে একটি টাঁকশাল, সুবিশাল এক রাজপ্রাসাদ, অনেক সরকারী কার্যালয় এবং বহু ধর্মীয় সৌধাবলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐসব স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের ৩ কি.মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কাটরা মসজিদটিতে সেই অতীত মহিমার কিছু স্বাক্ষর আজও খুঁজে পাওয়া যায়। ৫৪ মি. মাপের সমচতুষ্কোণ একটি চাতালের উপর ইঁটের তৈরী এই মসজিদের চারদিকে দ্বিতল গঠনের এবং শ্রেণীবদ্ধ গম্বুজে শোভিত ছোট ছোট কুঠরীর সমাবেশ দেখা যায়। মসজিদটির সামনে রয়েছে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। মসজিদের প্রাচীর বেষ্টিত অংশের চার কোণে চারটে বড় মিনার নির্মিত হয়েছিল যার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মিনার দুটি আজও বর্তমান। অষ্টকোণবিশিষ্ট এই মিনারের বেড় ওপরের দিকে ক্রমক্ষীয়মাণ, যার ওপরে ওঠার জন্য ভেতরে ঘোরানো সিঁড়ি আছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে অবস্থিত চোদ্দটি সোপান বেয়ে উঠতে হয় যে সোপান শ্রেণীর তলদেশে একটি ছোট্ট কুঠরীতে স্বয়ং মর্শিদকুলি খাঁর মরদেহ সমাহিত রয়েছে। দের্ঘ্যে ৪৫.৫ মি. ও প্রস্থে ৭.৩২ মি. বিস্তৃত এই মসজিদের অভ্যন্তরভাগ পাঁচভাগে বিভক্ত, যার প্রতিটি অংশের সামনে রয়েছে একটি করে সুদৃশ্য খিলানশোভিত প্রবেশপথ। এই পাঁচটি খিলানের মাঝখানের প্রধান খিলানটি আকারে বেশ বড়, যার দুপাশের ঊর্ধ্বভাগে দুটি মিনার স্থাপিত আছে। মসজিদের সম্মুখস্থ প্রাচীর শ্রেণীবদ্ধ নক্সাদার চতুষ্কোণ বন্ধনীদ্বারা অলঙ্কৃত। ভেতরে পাঁচটি অংশের চতুর্দিকে ছাতের প্রান্তভাগের উপরে আছে শ্রেণীবদ্ধ আলসে আর কোণে কোণে অনুচ্চ মিনার। প্রত্যেকটির সম্মুখের প্রাচীরে রয়েছে তিনটি করে মেহ্‌রাব, যার প্রত্যেকটির উপরের অংশ একটি অর্ধগম্বুজের আকারে তৈরী। মসজিদের উপরে আছে একটি সুন্দর গড়নের গম্বুজ। মসজিদের বেশ কিছু অংশ আর ভেতরের কয়েকটি মেহ্‌রাবও ধ্বংস হয়ে গেছে। এই মসজিদের সংলগ্ন কুঠরীগুলি এক সময়ে **মাদ্রাসা** বা **শিক্ষালয়রূপে ব্যবহৃত হত।**

কাটরা মসজিদ

মুর্শিদাবাদে সৌধসমূহের মধ্যে **নবাব নাজিম হুমায়ুন জার** (১৮২৪-৩৮ খ্রীঃ) সময়ে নির্মিত বিশাল **হাজারদুয়ারী প্রাসাদটিই** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। সেই যুগের পারদর্শী স্থপতিরূপে প্রখ্যাত জেনারেল ম্যাকলিওড ডানকানের প্রস্তুত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশালায়তন প্রাসাদটি নির্মিত হয়। ইউরোপীয় স্থাপত্যের ডোরিক রীতির আদর্শে গঠিত এই প্রাসাদটি দের্ঘ্যে ১২৭ মি. প্রস্থে ৬২ মি. এবং উচ্চতায় ২৭ মি. আয়তনের এবং চারদিক খাঁজকাটা সুন্দর গড়নের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভে সাজানো। প্রাসাদের সম্মুখে প্রসারিত একটি বিশাল সোপানশ্রেণী উঠে এসেছে এক বিস্তৃত অলিন্দে, যে অলিন্দ পার হলে সম্মুখে আছে প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বার। ত্রিতল এই বিশাল সৌধটিতে রয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশী কক্ষ, যার প্রত্যেকটিই বেশ প্রশস্ত। সৌধের চতুর্দিকস্থ আচ্ছাদিত বিচরণপথের সামনে দেখা যায় অসংখ্য আসল ও নকল দ্বার-পথ যা থেকে প্রাসাদটির 'হাজারদুয়ারী' নামের প্রচলন হয়েছে।

পশ্চিমদিকের বসবার ঘর

প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ দরবারকক্ষটি আকৃতিতে গোলাকার, যার উপরিভাগ অতি উচ্চ বিশাল একটি গম্বুজের (২৪.৫ মি.) অপরূপ বিন্যাসে অলঙ্কৃত। ঊর্ধ্বে স্থাপিত গম্বুজের বিস্তৃত অভ্যন্তরভাগ ষোলটি লম্বমান খোপে বিভক্ত এবং পদ্মের দ্বারা গঠিত দ্রাক্ষাগুচ্ছের অলঙ্করণে সজ্জিত। লম্বমান এই খোপসমূহের দু'দিকে শোভা পাচ্ছে বিকশিত পদ্মের গোলাকার নক্সা। কক্ষটির আলোকসজ্জার জন্য গম্বুজের ঠিক নীচে প্রলম্বিত আছে কাঁচের এক সুবিশাল দীপাধার **বা ঝাড়লণ্ঠন যা থেকে ঝুলছে ছিয়ানব্বইটি প্রদীপ ঝোলাবার শৃঙ্খল।**

দরবার হলের ঝাড়লণ্ঠন

স্থাপত্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই প্রাসাদ নানাধরণের দর্শনীয় উপকরণ ও প্রত্নসম্ভারের এক বিশাল সংগ্রহের সমাবেশে সমৃদ্ধ। এইসব উপকরণ সম্ভারের মধ্যে আছে নানা ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র যার মধ্যে অনেক সংখ্যক বিভিন্ন যুদ্ধ বিশেষত পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত, ওলন্দাজ, ফ্লেমিস, ফরাসী ও ইতালীয় ঘরানার বহু তৈলচিত্র, শ্বেতপাথরের ভাস্কর্য, বহু দুষ্প্রাপ্য দলিল, পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত পুস্তক, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা প্রকারের যানবাহন, রূপো, ব্রোঞ্জ ও হাতির দাঁতের তৈরী বিচিত্র নানা উপকরণ ও শিল্পসামগ্রী, অলঙ্কৃত চিনেমাটির এবং কাঁচের পাত্র, কাঠের আসবাবপত্র ও অন্যান্য বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দর্শনীয় উপকরণ। এইসব সংগৃহীত বস্তুর বেশীর ভাগই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিদর্শন। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কক্ষে এইসব উপকরণসমূহকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে প্রাসাদটিকে বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালায় পরিণত করা হয়েছে।

এই সংগ্রহশালায় দর্শনীয় বস্তুর অভাব নেই তবুও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মোগলসম্রাট শাহজাহানের ব্যবহৃত **সেডান** চেয়ার, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নীসার ব্যবহৃত পালকি, একটি রৌপ্যনির্মিত অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত প্রসাধন টেবিল এবং করুন্নার যুদ্ধে নিহত স্যার জন মূরের অন্তিমকার্যের দৃশ্যের একটি অপূর্ব তৈলচিত্র যা আলোছায়ার খেলার প্রকাশের দ্বারা অনন্য। এই সংগ্রহশালার সাম্প্রতিক সংযোজন দুইটি কক্ষের একটিতে প্রদর্শিত হয়েছে মূলত মুর্শিদাবাদে মুসলীম ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং দ্বিতীয়টিতে কিছু তৈলচিত্র, আলোকচিত্র এবং সূচশিল্পের নিদর্শন। **বিশেষ উল্লেখ্য প্রখ্যাত চিত্রকর ড্যানডাইকের অঙ্কিত একটি চিত্র।**

রূপার অলঙ্কৃত প্রসাধন টেবিল

এই প্রাসাদের উত্তরদিকে অবস্থিত ইমামবাড়া আকারে ও বিন্যাসে স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। প্রায় ২০৯ মিটার দীর্ঘ এই অট্টালিকাটি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব নাজিম ফেরাদুনজা (১৮৩৮-৮১ খ্রীঃ) কর্তৃক নির্মিত। দ্বিতল এই সৌধটি তিনটি চতুষ্কোণ অংশে বিভক্ত। এর দক্ষিণদিকের মধ্যভাগে প্রধান প্রবেশপথ অর্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত যার দুইপাশে রয়েছে টাসকান রীতির স্তম্ভ। ইমামবাড়ার অভ্যন্তরে মদিনা একটি খোলা চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। চারদিকের বিস্তৃত বারান্দায় আছে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের বিন্যাস। মহরম উৎসবে প্রতি বছর এখানে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

হাজারদুয়ারী প্রাসাদের পশ্চিমে ভাগীরথীর একেবারে ধারে অবস্থিত হলুদ মসজিদ বা 'যরাদ মসজিদ' অত্যন্ত ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তত্ত্বাবধানে আসায় ব্যাপক মেরামতিতে এর পূর্বরূপ আবার ফিরেছে। এর **গম্বুজগুলির অলঙ্করণ তারিফ করার মত।** জনশ্রুতি অনুসারে নবাব সিরাজ এর নির্মাতা মতান্তরে এটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এর দক্ষিণে একইভাবে গঙ্গার গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত মসজিদ বা 'সফেদ মসজিদ', স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ধরা যেতে পারে এবং সম্ভবত সিরাজের সময়েই এটি নির্মিত হয়।

ইমামবাড়া ও ঘড়িস্তম্ভ

কেল্লা নিজামতের মধ্যে আরও দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে দক্ষিণ দরওয়াজা এবং ত্রিপলিয়া প্রবেশপথ যেটি বর্তমানে একটি পিচঢাকা পথের অঙ্গ হিসাবে বর্তমান। হাজারদুয়ারী প্রাসাদ ও ইমামবাড়ার মধ্যস্থলে আছে সিরাজের প্রতিষ্ঠিত মদিনা, ফেরাদুনজার সময়ে নির্মিত ঘড়িস্তম্ভ এবং বাচ্চাওয়ালী নামে বৃহৎ আকারের এক কামান।

হলুদ মসজিদ